169

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 05 JAN 1998 ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫ ...

জাসদ সমর্থক ছাত্রলীগের আলোচনাসভায় আ স ম রব

ছাত্রনেতাদের কর্মকাণ্ডের জন্যই এখন ছাত্র রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ পুনর্গঠিত জাসদ সমর্থক ছাত্রলীগের সুবর্ণ জয়ন্তি উৎসবের আলোচনাসভায় জাসদ সভাপতি ও নৌপরিবহনমন্ত্রী আসম আবদুর রব বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমি যে দলেই থাকি এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে আপত্তি নেই। তিনি বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলো আজ যেভাবে পেটোয়া বাহিনী কিংবা লাঠিয়াল হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে তাতে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। ছাত্র সমাজকেই ছাত্র রাজনীতির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

'আমাদের লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' এই স্লোগান নিয়ে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় পুনর্গঠিত জাসদ সমর্থক ছাত্রলীগের সুবর্ণ জয়ন্তির আলোচনাসভা। আলোচনার পূর্বে সংগঠনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পুনর্গঠিত জাসদ সভাপতি, নৌপরিবহনমন্ত্রী আসম আবদুর রব। অন্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জাসদ সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু, পুনর্গঠন কমিটির সদস্য মঈন উদ্দিন খান বাদল, জাসদ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মুনির উদ্দিন আহমেদ, সাবেক সভানেত্রী শিরিন আক্তার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক রতন প্রমুখ। এতে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগ (চু-ক) সভাপতি ওবায়দুর রহমান চুন্নু। সুবর্ন জয়ন্তির অনুষ্ঠানমালার আয়োজকের ভূমিকা পালন করেন সাধারণ সম্পাদক করিম শিকদার।

প্রধান অতিথি আসম আবদুর রব বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমি যে দলেই থাকি এ কথা অস্বীকার করাও ইতিহাস বিকৃত করা, আর ইতিহাস বিকৃত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ছাত্রলীগ জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো মেধা, প্রজ্ঞা, দৃঢ়তা, দুঃসাহস রাখে। ছাত্রলীগ ছাড়া আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের কথা চিন্তাও করা যায় না। তিনি দুঃখ করে বলেন, 'অতীতে ভাবি-ভাইয়া যেমন ইতিহাস বিকৃত করেছে তেমনই আজও বাংলাদেশে কমবেশি ইতিহাস বিকৃতি চলছে। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করে না, ইতিহাস বিকৃতির ফল ভাল হবে না। নৌপরিবহনমন্ত্রী বলেন, এদেশের সাধারণ মানুষই মুক্তিযুদ্ধ করেছে, একজন বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্যোগ নিতে হয়েছে, ঝড়ের মতো আকস্মিক কোন ঘোষণায় মায়ের পেট থেকে অস্ত্র নিয়ে বের হয়ে কেউ মুক্তিযুদ্ধ করেনি। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের ইতিহাস আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস। ছাত্রলীগ কোন দলীয় লেজুড়বৃত্তি করে না বরং সময়ের প্রয়োজনে তারা সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে দৃপ্ত পদে এগিয়ে গেছে। কিন্তু আজ সরকারী দল কিংবা বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠনগুলো লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। সারা দেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা। ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনাসভায় বিরোধীদলীয় নেত্রী ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের ঈদের পরে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। যে স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম তার বাস্তবায়ন এই পরিবেশে কি করে সম্ভব? জাসদ সভাপতি বলেন, আমার বিরুদ্ধে স্বৈরাচারের দোসর হওয়ার অভিযোগ রয়েছে, সব কিছুর পরেও মনে হয় স্বাভাবিক রাজনীতি করা যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন এক মহাযুদ্ধে নেমে পড়তে হবে শোষিত মানুষের মুক্তি আনতে হলে। সেই যুদ্ধ কখন হবে এখন শুধু সেই অপেক্ষায়।

হাসানুল হক ইনু বলেন, যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে তারা বিভক্ত, গণতন্ত্রের আন্দোলন যারা করেছে তারা আজ বিভক্ত, ছাত্র আন্দোলনের প্রগতিশীল অংশ বিভক্ত, সব জায়গায় শুধু বিভ্রান্তি। সমাজের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা চলছে। রাজনীতির অঙ্গনে চলছে পাগলামি। বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের কলঙ্ক হচ্ছে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসি, নকলবাজি, সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে। তিনি বলেন, চলতি ধারার রাজনীতির বিরুদ্ধে আজ রুখে দাঁড়াতে হবে। রাজনীতিবিদরা এ কাজ করতে পারছেন না। সচেতন ছাত্র সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে।

জাসদ পুনর্গঠন কমিটির সদস্য মঈন উদ্দীন খান বাদল বলেন, ছাত্ররা কর্মজীবনে গিয়ে পেশাজীবী না হয়ে আজ ছাত্রজীবনেই পেশাজীবী হয়ে উঠছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে উঠেছে মস্তান ট্রেনিং সেন্টার। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মার্কেটগুলোতে ছাত্র-সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজি চলছে হরহামেশাই। ছাত্রজীবনেই তথাকথিত এসব ছাত্রনেতা পুঁজিপতি বনে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের পদলেহন করার জন্য তাঁরাই এদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেন, ছাত্রলীগকেই এদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আন্দোলন সংগ্রাম রচনা করতে হবে।